দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...06 AUG 1988...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 3 ...

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষা সমস্যা ও সমাধান

মানুষের যেমন কোন বিকল্প নেই। তেমনি শিক্ষারও কোন বিকল্প নেই। আমাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানবিক গুণাবলীর বিকাশ ও সার্বিক উন্নতি শিক্ষার উপর নির্ভরশীল। স্যার পি,. নান বলেছেন, শিক্ষা মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটায়। সুতরাং মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটিয়ে সুখী ও সমৃদ্ধশালী জীবন-যাপন করতে হলে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কোন জাতি ততদিন পর্যন্ত নিজেদের সম্যক ধারণা করতে পারে না ও সার্বিক উন্নতিতে সুচারুরূপে অংশগ্রহণ করতে পারে না। যতদিন না তারা শিক্ষিত হয়। 'শিক্ষা ব্যতীত উন্নতি অসম্ভব' এটা অনস্বীকার্য।

আকন্ঠ সমস্যায় নিমজ্জিত আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা। শিক্ষা ব্যবস্থার এহেন অবস্থা আমাদের কারো কাম্য নয়। সকল সমস্যা সমাধান করে দেশের উন্নতিতে অংশ নেয়া আমাদের জাতীয় দায়িত্ব।

সুন্দর ও সুপরিকল্পিত উপায়ে শিক্ষার আলো সকলের নিকট পৌছানো আমাদের নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ব। এর অংশ হিসেবে বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষাকে বিনামূল্যে ও বাধ্যতামূলক করে ক্রমে মাধ্যমিক শিক্ষাকে এরূপ পর্যায়ে আনা প্রয়োজন। সুতরাং সর্বদিক পর্যালোচনা করে শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারের বরাদ্দ ব্যয় বাড়ানো প্রয়োজন।

শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম সমস্যা হচ্ছে শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্ক। আশ্চর্য হলেও সত্য যে, ছাত্র-শিক্ষকের বর্তমান সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে। এই সমস্যার সমাধান না ঘটালে সম্পর্কের অবনতি চরমে পৌছাবে। যার জন্য সমগ্র জাতিকেই খেসারত দিতে হবে। এ ব্যাপারে কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়, শিক্ষকদের প্রাইভেট পড়ানোর প্রবণতা, শিক্ষকদের ছাত্রের প্রতি উদাসীনতা, সেশন জট, পরীক্ষা প্রদান ও গ্রহণ পদ্ধতিতে ত্রুটি ইত্যাদি।

বর্তমানে অধিকাংশ শিক্ষক ক্লাসে পড়াবার চেয়ে প্রাইভেট পড়াবার প্রতি বেশী উৎসাহ দেখান। শিক্ষকদের বোঝা উচিত যে; ছাত্র-শিক্ষকদের সম্পর্কটা টাকায় পরিমাপযোগ্য নয়। আশ্চর্য হলেও সত্য যে, বেশ কিছু শিক্ষক শিক্ষাকে ব্যবসায়ীক স্বার্থে ব্যবহার করছেন। আমাদের শিক্ষা সে জন্য বিতর্কিত। ব্যবসায়ীক উদ্দেশ্যে শিক্ষাকে ব্যবহার করা শিক্ষার অবমূল্যায়ন ছাড়া কিছু নয়। তাতে জাতির ধ্বংসই ডেকে আনবে। দুর্বল ছাত্রদের জন্য প্রাইভেট পড়ানো হয়তো প্রয়োজন। কিন্তু প্রাইভেট পড়াবার বর্তমান হার অত্যন্ত আশংকাজনকভাবে বেড়েছে। এ পর্যায়ে সরকারের কর্তব্য হলো আগাছাস্বরূপ কোচিং, প্রাইভেট পড়ার কেন্দ্র ইত্যাদি বন্ধ করা এবং আমাদের শিক্ষকদের বেতনভাতা ইত্যাদি পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রদান করা যাতে তাঁরা এদিকে না ঝুঁকে পড়েন। এহেন পরিস্থিতিতে শিক্ষকদের করণীয় হলো ক্লাসে এরূপভাবে শিক্ষাদান করা যাতে ছাত্রদের প্রাইভেট পড়বার প্রয়োজন না হয়।

শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম অসুবিধা নকলের হিড়িক। এ ব্যাপারে প্রথমে পরীক্ষা পদ্ধতির আশু সংস্কার প্রয়োজন। তাছাড়া নকলপ্রবণতা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে আইন, প্রশাসন ও জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

সেশন জট সমস্যা ছাত্রদের কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। অনার্স পাস করতে এখন প্রায় ছয় বছর সময়ের প্রয়োজন হয়। যা মাত্র তিন বছরের কোর্স। এটি শিক্ষার প্রতি ছাত্রদের আগ্রহ নষ্ট করছে। সুপরিকল্পিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ছাত্র শিক্ষকের সহযোগিতার বাস্তবায়নই এখন সুষ্ঠু প্রক্রিয়া হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। এছাড়া সুষ্ঠু পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতির আবশ্যকতা অনস্বীকার্য।

—মোঃ আজিজুর রহমান সুমন

সমস্যায় জর্জরিত বড়লেখার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা উপজেলার ১৫৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্তমানে নানা সমস্যায় জর্জরিত। সমস্যাগুলোর মধ্যে রয়েছে পাঠ্য বইয়ের অভাব, গৃহ সংস্কারের অভাব ও পানীয় জলের অভাব।

উপজেলার ৫০টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪র্থ শ্রেণীর ৩ হাজার ছাত্র-ছাত্রী চলতি শিক্ষাবর্ষের পাঠ্য বই (যা সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে দেয়া হয়) এ পর্যন্তও পায়নি। এদিকে শিক্ষাবর্ষের প্রায় ৬ মাস শেষ হয়ে যাচ্ছে। যে ৫০টি বিদ্যালয়ে পাঠ্য বই দেয়া হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। এ ব্যাপারে উপজেলা শিক্ষা অফিসারের কাছ থেকে জানা যায়, চাহিদার তুলনায় কম বই পাওয়া গেছে। ফলে, সবাইকে বই দেয়া সম্ভব হয়নি। এর ফলে উপজেলার হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর লেখাপড়া দারুণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। উপজেলার গাজিটেকা, চরণগাঁও, ভোগচানপুর ও ইটাউরী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ঝড়ে বিধ্বস্ত হওয়ার পর আজো নির্মাণ করা হয়নি। বর্তমানে স্কুল ৪টিতে খোলা আকাশের নীচে মাদুর পেতে ক্লাস হচ্ছে। তবে বৃষ্টির সময় তা সম্ভব হয় না। উপজেলার ১৫০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রায় ১শ'টিতেই বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা নেই। ১১৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৭০টিতে, ১৪টি উচ্চ বিদ্যালয়ের মধ্যে ৯টিতে, ২৩টি মাদ্রাসার মধ্যে ১৯টিতে কোন নলকূপ নেই। ফলে বিশুদ্ধ পানির অভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

বড়লেখা উপজেলার এ সমস্ত সমস্যাগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে সরকারী কর্মকর্তাদের দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন।

—নূরুল ইসলাম শেফুল